B. ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Personality Traits)

ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের যে সকল বৈশিষ্ট্যাবলি লক্ষ করা যায় যায় তা উল্লেখ করা হল—

(1) **দ্বিমুখী বৈশিষ্ট্য ঃ** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দ্বিমুখিতা। ব্যক্তির একটি বিষয়ের ধারণা ঠিক বিপীরত হল অপর একটি ধারণা যা ওই ধারণার দুটি দিক অর্থাৎ দুটি বৈশিষ্ট্য এই দুটিকে নিয়ে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা গঠিত হয়। যেমন— সামাজিকতা ও অসামাজিকতা, বহির্মুখিতা ও অন্তর্মুখিতা ইত্যাদি।

(2) **আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ ঃ** সংলক্ষণ ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ ধারার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে সংলক্ষণ সব সময় পর্যবেক্ষণযোগ্য নয়।

(3) **পরিমাপযোগ্য ঃ** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ পরিমাপযোগ্য। ব্যক্তির মধ্যে সংলক্ষণ কেমন গঠিত হয়েছে তা পরিমাপ করা যায় এবং তার ভিত্তিতে ব্যক্তির প্রকৃতি কেমন তাও বোঝা যায়।

(4) **নমনীয় ঃ** সংলক্ষণের প্রকৃতি হল নমনীয়। তাই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সুবিধা হয়। জীবনবিকাশের প্রথমদিকে সংলক্ষণ অনেক বেশি নমনীয় থাকে। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিযোজনের হার অনেকাংশে কমে যায়।

(5) **সর্বজনীন ঃ** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে যা সর্বদাই সকল ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মূলত দৈহিক হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তির ওজন, উচ্চতা, আয়তন ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে।

(6) **ব্যক্তিসত্তার একক ঃ** মনোবিদ আলপোর্টের (Allport) মতানুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার একক হল সংলক্ষণ। অর্থাৎ, ব্যক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমন্বিত সংলক্ষণই ব্যক্তিসত্তার একক।

(7) **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্ভর ঃ** ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে এক ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির পার্থক্য হয়ে থাকে।

(8) **জন্মগত ও অর্জিত গুণের সমন্বয় ঃ** ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ গঠিত হয় ব্যক্তির জন্মগত ও পরিবেশগত গুণাবলির সমন্বয়ের ফলে, যা ব্যক্তির আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে।

সুতরাং, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হল ব্যক্তির জন্মগত গুণাবলি এবং পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যে অভিনব আচরণ সম্পাদন করে। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ হল বিশেষ এক ধরনের উদ্দীপকের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা।

10.4 ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Personality Traits)

আধুনিক মনোবিদগণ ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের যে সকল শ্রেণিবিভাগ করেছেন তা ছকসহ আলোচনা করা হল—

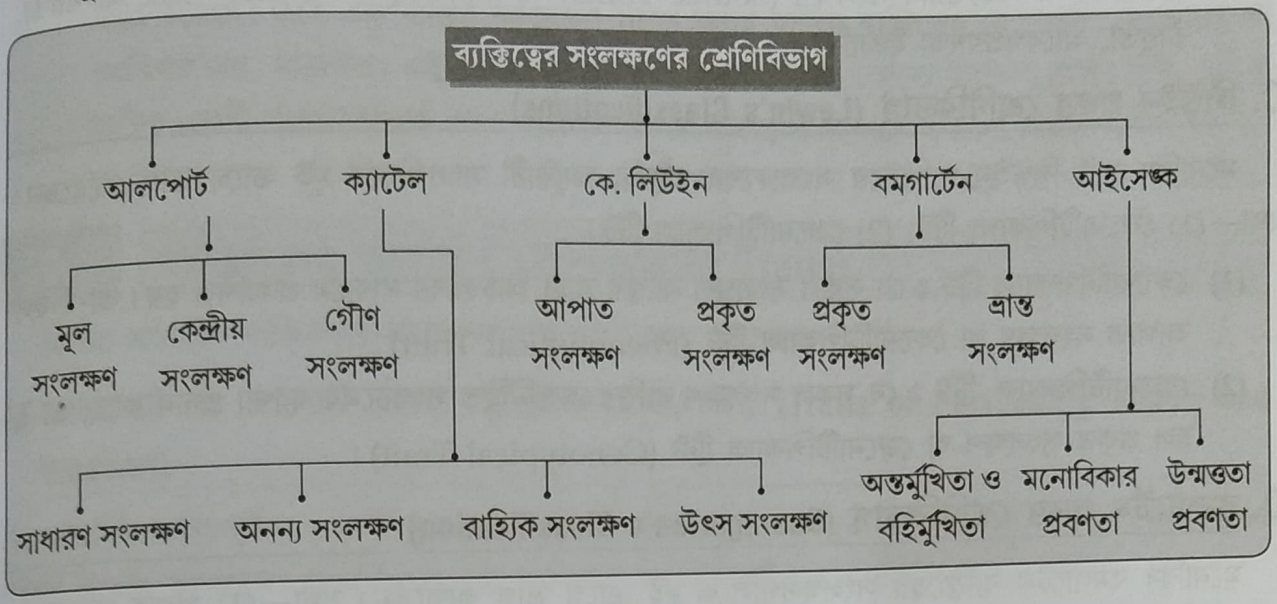

A. আলপোর্ট প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ (Allport's Classification)

মনোবিদ আলপোর্ট (Allport) ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে প্রকৃতি অনুযায়ী **তিন** ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(1) মূল সংলক্ষণ, (2) কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ, (3) গৌণ সংলক্ষণ।

(1) **মূল সংলক্ষণ ঃ** ব্যক্তির যেসব সংলক্ষণ তার সকল আচরণকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তা-ই হল মূল সংলক্ষণ (Cardinal Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ, পারদর্শিতা ইত্যাদি।

(2) **কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ ঃ** যে সংলক্ষণগুলি মূল সংলক্ষণের মতো পরিব্যাপ্তিযুক্ত না হলেও ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণে এবং ব্যক্তিত্ব প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করে, তা-ই হল কেন্দ্রীয় সংলক্ষণ (Central Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বিশ্বাসযোগ্যতা, কর্মপ্রবণতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি।

(3) **গৌণ সংলক্ষণ ঃ** যে সকল সংলক্ষণের কার্যকারিতা খুবই কম, স্বল্পস্থায়ী এবং ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে অক্ষম, তা-ই হল গৌণ সংলক্ষণ (Secondary Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যক্তির চালচলনের ভঙ্গি।

মনোবিদ আলপোর্ট এবং তাঁর সহযোগী ওডবার্ট (Odbert) 1936 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় ব্যক্তিত্বের প্রায় 17,753টি সংলক্ষণের নামের তালিকা দেন।

B. ক্যাটেল প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ (Cattell's Classification)

মনোবিদ ক্যাটেল ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের **চারটি** শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যথা—(1) সাধারণ সংলক্ষণ, (2) অনন্য সংলক্ষণ, (3) বাহ্যিক সংলক্ষণ, (4) উৎস সংলক্ষণ।

(1) **সাধারণ সংলক্ষণ ঃ** যে সকল সংলক্ষণগুলি জনসাধারণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তা-ই হল সাধারণ সংলক্ষণ (Common Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সহযোগিতা, সততা, আক্রমণধর্মীতা ইত্যাদি।

(2) **অনন্য সংলক্ষণ ঃ** যে সকল সংলক্ষণ বিশেষ বিশেষ ধরনের ব্যক্তির মধ্যে লক্ষ করা যায়, তা-ই হল অনন্য সংলক্ষণ (Unique Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যক্তির কর্মপ্রবণতা, মেজাজ, প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

(3) **বাহ্যিক সংলক্ষণ ঃ** যে সকল সংলক্ষণ ব্যক্তির বাহ্যকর্মের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফুট হয়ে

ওঠে, তা-ই হল বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ব্যক্তির কৌতূহল, সামাজিকতা, সাহসিকতা, একনিষ্ঠতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

(4) **উৎস সংলক্ষণ** ঃ ব্যক্তির যে অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ তার আচার-আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই হল উৎস বা অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণ (Source Traits)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে অস্থিরতা, ভীরুতা, আবেগপ্রবণতা ইত্যাদি।

C. লিউইন প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ (Lewin's Classifications)

মনোবিদ কার্ট লিউইন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের প্রকৃতি অনুযায়ী সংলক্ষণকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(1) ফেনোটিপিক্যাল ট্রিট, (2) জেনোটিপিক্যাল ট্রিট।

(1) **ফেনোটিপিক্যাল ট্রিট** ঃ যে সকল সংলক্ষণ ব্যক্তির বাহ্য আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তা-ই হল আপাত সংলক্ষণ বা ফেনোটিপিক্যাল ট্রিট (Phenotypical Trait)।

(2) **জেনোটিপিক্যাল ট্রিট** ঃ যে সকল সংলক্ষণ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সংগঠনের ব্যাখ্যা প্রদান করে, তা-ই হল প্রকৃত সংলক্ষণ বা জেনোটিপিক্যাল ট্রিট (Genotypical Trait)।

D. বমগার্টেন প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ (Baumgarten's Classification)

মনোবিদ বমগার্টেন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—(1) প্রকৃত সংলক্ষণ, (2) ভ্রান্ত সংলক্ষণ।

(1) **প্রকৃত সংলক্ষণ** ঃ ব্যক্তির আচরণের পশ্চাতে যেসব সংলক্ষণগুলি কাজ করে, তা-ই হল প্রকৃত সংলক্ষণ (Genuine Trait)।

(2) **ভ্রান্ত সংলক্ষণ** ঃ ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণের ভ্রান্তির জন্য সংলক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণায় ভুল থেকে যায়। এই সংলক্ষণগুলিকে বলা হয় ভ্রান্ত সংলক্ষণ (Pseudo Trait)।

E. আইসেঙ্ক প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ (Eysenck's Classification)

ব্রিটিশ মনোবিদ হানস উরগেন আইসেঙ্ক (Hans Jurgen Eysenck) সকল মানুষের সামগ্রিক আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের **তিনটি** শ্রেণিবিভাগ করেন। এই ভাগগুলি হল—(1) অন্তর্মুখীতা ও বহির্মুখিতা, (2) মনোবিকার প্রবণতা, (3) উন্মত্ততা প্রবণতা।

(1) **অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা** ঃ অন্তর্মুখী (Introvert) ব্যক্তিরা লাজুক, একাকিত্বপ্রিয়, নমনীয়, দায়িত্বপরায়ণ প্রকৃতির হয়ে থাকে। অপরদিকে বহির্মুখী (Extroversion) ব্যক্তিরা অনেক বেশি সামাজিক, আবেগপ্রবণ, উল্লাস ভালোবাসে এবং উদ্যোগী প্রকৃতির হয়ে থাকে।

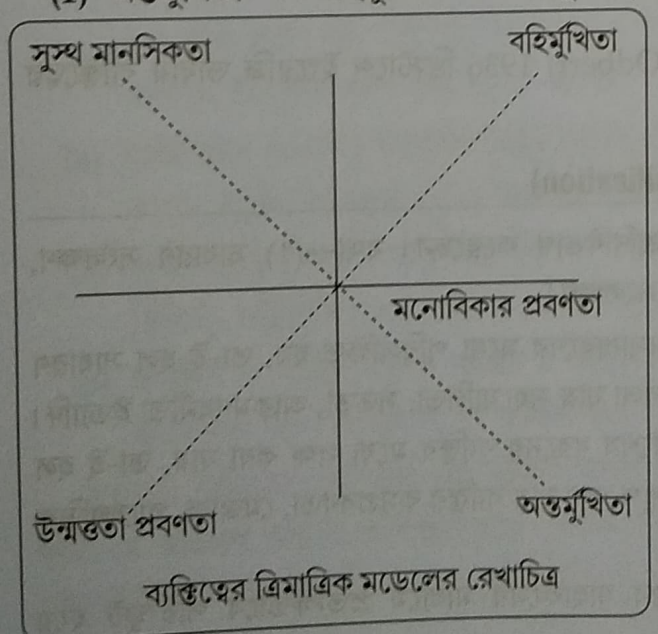

ব্যক্তিত্বের ত্রিমাত্রিক মডেলের রেখাচিত্র

(2) **মনোবিকার প্রবণতা** ঃ আইসেঙ্ক মনোবিকার প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যে সকল ব্যক্তি কম মনোবিকার প্রবণ (Neuroticism) তারা ধৈর্যশীল এবং শান্ত স্বভাবের হয়। কিন্তু যাদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রবল তাদের আচরণে উদ্‌বেগ, অস্থিরতা, চঞ্চলতা এবং শঙ্কিত ভাব লক্ষ করা যায়।

(3) **উন্মত্ততা প্রবণতা ঃ** মনোবিদ আইসাঙ্ক উন্মত্ততা প্রবণতা নামে ব্যক্তিত্বের অপর একটি স্বতন্ত্র মাত্রার কথা বলেছেন। এই মাত্রাটি বহিঃমুখী ও অন্তঃমুখী মাত্রা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

আইসেঙ্কের মতে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেই এই তিনটি মৌলিক উপাদান বা মাত্রা রয়েছে। তবে এক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের যে পার্থক্য দেখা যায় তা শ্রেণিগত নয়, মাত্রাগত। এই তিনটি মাত্রার মধ্যে পারস্পরিক কোনো সংযোগ নেই। তাই কোনো ব্যক্তির একটি মাত্রা সম্পর্কে জানা গেলেও অপর মাত্রাগুলি সম্পর্কে কোনো ধারণা গঠিত হয় না। তবে তাঁর মতে, এই তিনটি মাত্রা বা উপাদানের মধ্যেই কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিসর সীমায়িত।